26 JUL 2008

কর্তৃপক্ষের দাবি ভূত!

কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী হোস্টেলে সন্ত্রাসীদের অনুপ্রবেশ

কুমিল্লা প্রতিনিধি

কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজের বেগম খালেদা জিয়া ছাত্রী হোস্টেলে বৃহস্পতিবার রাতে ৩ বহিরাগত সন্ত্রাসীর অনুপ্রবেশ ও গলায় ছুরি ঠেকিয়ে এক ছাত্রীকে জিম্মি করার ঘটনায় তোলপাড় শুরু হয়েছে।

হোস্টেলের ভীতসন্ত্রস্ত ছাত্রীরা এ ঘটনায় কলেজ অধ্যক্ষ, হোস্টেল সুপারের কাছে নিরাপত্তা সহায়তা চাইলে তারা ছাত্রীরা 'ভূত' দেখেছে বলে ঘটনাকে পাশ কাটিয়ে যান। আর এ ঘটনা নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে তাদের পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

ছাত্রী হোস্টেলে বহিরাগত ৩ সন্ত্রাসীর অনুপ্রবেশ ঘটনার ১৫ ঘণ্টা পরও কলেজ প্রশাসনের দায়িত্বশীল কোনো ব্যক্তি সেখানে যাননি। গতকাল কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজের শত শত ছাত্রছাত্রী কলেজ ক্যাম্পাসে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে প্রশাসনের আচরণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। পৃ:১৫ ›› ক:১

কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী তানজিনা জান্নাত শাম্মী, প্রিয়াংকা দাস, তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী সুমাইয়া সুলতানা জামান, পঞ্চম বর্ষের জেবুন্নেসা আক্তার কোরাইশী জানান, বিদ্যুৎ না থাকায় বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টায় বেগম খালেদা জিয়া ছাত্রী হোস্টেলের বেশ কয়েকজন ছাত্রী হোস্টেলের চতুর্থ তলার ছাদে ঘুরতে যান। তখন তারা হোস্টেলের ছাদে তিন বহিরাগত সন্ত্রাসী তরুণকে দেখে দ্রুত ছাদ থেকে চলে আসেন। ছাত্রীরা হুড়োহুড়ি করে নেমে যাওয়ার সময় সন্ত্রাসীরা কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী তনিমার (ছদ্মনাম) গলায় ছুরি ঠেকিয়ে জিম্মি করে ছাদের দরজা ভেতরের দিক থেকে লাগিয়ে দেয়। সন্ত্রাসীরা তনিমাকে চিৎকার না করার জন্য নির্দেশ দিয়ে বলে, আমরা পুলিশের ধাওয়া খেয়ে এখানে এসেছি, পরিস্থিতি শান্ত হলেই চলে যাবো।

হোস্টেলের ছাদ থেকে নেমে আসা ছাত্রীদের চিৎকার হইচই শুনে গার্ড ও লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করা অন্য ছাত্রীরা হোস্টেলের ছাদে ছুটে যান। ছাত্রীদের ছুটে আসার কারণে সন্ত্রাসীরা হতচকিত হয়ে পড়ে। এ সুযোগে গলায় ছুরি ঠেকিয়ে রাখা ছাত্রীটি সন্ত্রাসীর হাতে কামড় দিয়ে ছাদের দরজা খুলে নিচে নেমে আসেন। বিপদ বুঝে সন্ত্রাসীরা হোস্টেলের পাইপ বেয়ে নিচে নেমে পালিয়ে যায়।

কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজের ৫ম বর্ষের ছাত্র মীর রাশেদুল হাসান, প্রসেনজিৎ ঘোষ, ৪র্থ বর্ষের রেদোয়ানুল ইসলাম, তানভীর ইবনে কাশেম, তৃতীয় বর্ষের মাজহারুল ইসলাম ও হাসানুজ্জামান জানান, ছাত্রীদের চিৎকার শুনে আমরা রাত ৯টায় ছাত্রী হোস্টেলে ছুটে আসি। সন্ত্রাসীদের ছুরির কাছে জিম্মি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রীটি তখনও প্রচণ্ড সন্ত্রস্ত। তার গলায় ছুরির মার্ক (আঘাত) স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। আমরা হোস্টেল সুপারকে ফোন করি কিন্তু তিনি ফোন ধরেননি।

এ ঘটনার ব্যাপারে কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপিকা সাহারা খাতুন মোবাইল ফোনে জানান, ছাত্রী হোস্টেলে বহিরাগত সন্ত্রাসীদের অনুপ্রবেশের ঘটনার সংবাদ আমি টেলিফোনে পেয়েছি। বৃহস্পতিবার আমি ঢাকায় চলে আসি। তাই ঘটনা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি পুলিশ সুপার ও কোতোয়ালি থানায় ফোন করে ঘটনাটি জানাই। ভাইস প্রিন্সিপালকে ছাত্রী হোস্টেলে যাওয়ার জন্য বলি।

পুলিশ সুপার ইমতিয়াজ আহমেদ জানান, মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ আমাকে কোনো ফোন করেননি। তিনি মিথ্যা বলেছেন। ছাত্রী হোস্টেলে সন্ত্রাসী প্রবেশের ঘটনা পুলিশকে জানানো হয়নি। এ ব্যাপারে হোস্টেল সুপার ডাক্তার হারুন-অর রশিদ জানান, তিনি ঘটনাটি শুনেছেন মাত্র। কিন্তু কিছুই জানেন না। তিনি ঘটনা শুনে ছাত্রী হোস্টেলে যাননি। সব কিছু কলেজের প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল বলতে পারবেন, তাদের সঙ্গে কথা বলুন। ছাত্রী হোস্টেলে বহিরাগত সন্ত্রাসীদের এ অনুপ্রবেশের ঘটনায় হোস্টেলের ছাত্রীদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। শুক্রবার বেশ কয়েকজন ছাত্রী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে হোস্টেল ছেড়ে চলে যায়। অধিকাংশ ছাত্রী কলেজ প্রশাসনের ওপর প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত কিন্তু পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেয়ার হুমকিতে বিপর্যস্ত।